ভোরের কাগজ
NOV. 17

শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের গুরুত্ব

মোহাম্মদ কায়কোবাদ

একবিংশ শতাব্দীতে হবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রতিযোগিতা। একটি জাতির উন্নয়নে ভৌত সম্পদের প্রাচুর্যের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হবে জ্ঞান সম্পদ। বিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভৌত সম্পদের অপ্রতুলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ হয়েছে, এই শতাব্দীতে এমন উদাহরণ আরো অনেক তৈরি হবে। ২৮ কোটি মানুষের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রগতির জয়ধারাও কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রসরতার ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত, অপমানিত, বিধ্বস্ত কোরিয়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কার্যকারিতা অনুধাবন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উদারভাবে বিনিয়োগ ঘটিয়েছিল। এর ফলই হলো আধুনিক কোরিয়া। ১৯৯৯, ২০০০ সালের এশিয়াউইকের র‍্যাংকিংয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছিল সম্পদশালী জাপানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নয়, কোরিয়া এ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি। কাইস্টের হোমপেজের শিরোনামে রয়েছে সংকল্পের দৃঢ়তা- তারা বিশ্বের প্রথম দশটি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হতে চায়। আর হবেই বা না কেন, ৩০ বছর বয়সী যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ইতোমধ্যেই প্রায় চার হাজার পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে তারা তাদের গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমকে জোড়দার করার জন্য ওয়েলসের একজন অধ্যাপককে সম্প্রতি নিয়োগ করেছেন। ছাত্র ও শিক্ষক বাছাইতে মেধার উৎকর্ষই সেখানে বিবেচ্য বিষয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কোরিয়ার এমন ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখে চীনও বসে থাকতে পারেনি। বিইদা, ছিংহুয়া এবং আরো ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তিন বছরের মধ্যে বিশ্বমানে নিয়ে আসতে তারাও সংকল্পবদ্ধ। ১৯৯৯ সালে বিইদা এবং ছিংহুয়ার প্রত্যেককে অতিরিক্ত ৩৬ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেওয়া হয়েছে। গবেষণায় বিনিয়োগ, ছাত্রবৃত্তি এবং আবাসনের জন্য তারা দ্বিগুণ বিনিয়োগ ঘটাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষের বাস যে মহাদেশে- জ্ঞান বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিন্তু তারা এগিয়ে নেই। এশিয়াবাসীর বুদ্ধাংকও যে বিশেষ কম কিছু তাও বলা যাবে না। তবুও অগ্রগতির মাঝে ক্ষুদ্র ইউরোপ এবং আমেরিকার পাশে ঘেঁসতে পারেনি এশিয়া।

তথ্য প্রযুক্তির দক্ষতায় জাপান, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভারত গোটা বিশ্বের সমীহ আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। ২০০২ সালের এসিএম আইসিপিসির বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে চীনের সাংহাই জিয়াংটং বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমের তাবৎ নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে শিরোপা জয় করেছে। সুতরাং যথাযথভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হলে এশিয়ায় সাফল্য আসবেই। প্রশ্ন হলো, এই সাফল্যে আমরাও অংশীদার হবো কিনা, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা তৈরিতে আমরাও সংকল্পবদ্ধ হবো কিনা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে ভারত ইতোমধ্যে বিশ্ববাসীর সমীহ আদায় করেছে। বিল গেটস ভারত সফরে এসে প্রযুক্তির বিকাশে ৪০০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। ভারতের প্রযুক্তির প্রতি

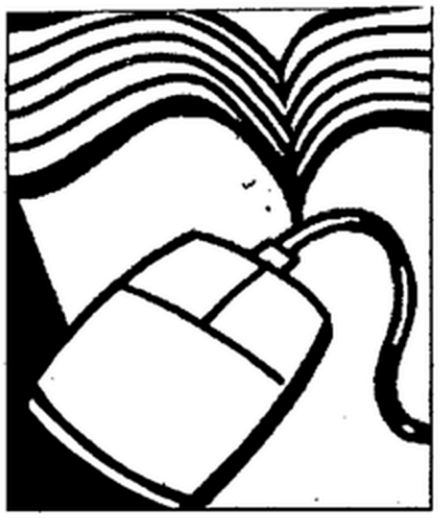

এটা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন। এই স্বীকৃতি একদিনে আসেনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশে উন্নয়নশীল ভারতের অঙ্গীকার বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের দেশের দারিদ্র্যের কথা বলে বিল গেটসের কাছে অনুদান প্রার্থনা করলে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দোষ দেওয়ার উপায় নেই— বহির্বিশ্বে দুর্নীতি সংক্রান্ত আমাদের ভাবমূর্তি মোটেই উজ্জ্বল নয়। আর প্রযুক্তির বিকাশের কথা বলে তার থেকে অনুদান পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আগে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। নিজেরা কতোটুকু করতে পারলাম সেটাই তার মাপকাঠি। সেই মাপকাঠিতে আমরা এখনো খুব ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। আমরা নিজেদের এতোটাই তুচ্ছ প্রমাণ করেছি যে, একটি দেশের মুখপাত্র নির্লজ্জভাবে বলতে পারে বাংলাদেশ নিয়ে আমরা ভাবিই না। কতোবড়ো অপমান? যা আমরা প্রতিনিয়তই সহ্য করে যাচ্ছি। এই অপমানের থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে কোরিয়ার মতো সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, কোরিয়ার মতো দূরদর্শী হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উদারহস্তে বিনিয়োগ ঘটাতে হবে প্রয়োজনে পেটে গামছা বেঁধে।

একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। নানাবিধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষায় উৎকর্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদহীন জাপান যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মহাসম্পদশালী দেশে পরিণত হতে পারে মাত্র ৫০ বছরে, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন?

বিনিয়োগ ঘটালেই যে আমরা তরতর করে অগ্রগতির পথে চলতে পারবো এমন নয়। আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে, তার বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি কাজের মনিটরিং করতে হবে, জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

যেকোনো বিষয়ে উৎকর্ষ অর্জনে প্রতিযোগিতার কোনো বিকল্প নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের, গবেষকদের আকাশচুম্বী সাফল্যও কিন্তু এসেছে প্রতিযোগিতা থেকে যা এখনো আমরা আমাদের দেশে তৈরি করতে পারিনি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বোম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ, কানপুর ও খড়গপুরের আইআইটি হলো যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম স্থান অর্জন করে ভারতীয় প্রযুক্তি যে বিশ্বমানের তা প্রমাণ করেছে। এ রকম একটি দেশে বিল গেটস ৪০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে নিজেকেই ধন্য মনে করছেন। কারণ গত বিশ বছরে মাইক্রোসফটের মাধ্যমে তার যে বিশাল সম্পদ হয়েছে সেই মাইক্রোসফটের ২০% প্রকৌশলী ভারতীয় বংশোদ্ভূত। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ১৫/২০ জন মাইক্রোসফটে যোগদান করেছে। এই স্নাতকরা যখন মাইক্রোসফটের উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে যদি অধিকহারে স্নাতকরা এই নামীদামি প্রতিষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে, একই সঙ্গে যদি আমরা সংকল্প ও অঙ্গীকার নিয়ে দেশে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাই, আর তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষায় যদি আমরা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারি তখন নিশ্চয়ই বিল গেটস দিল্লি পর্যন্ত না গিয়ে ঢাকায় এসে আমাদের প্রযুক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ এবং তার ব্যবসায়িক সাফল্যের ভবিষ্যৎ অংশীদারদের দেশ হিসেবে আমাদের জন্য একটি অনুদান দিতে পারে। তবে তার জন্য আমাদের যোগ্য হতে হবে। প্রমাণ করতে হবে আমাদের শিক্ষা বিশ্বমানের, আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ক্রম অগ্রসরমান এবং এই অগ্রগতিতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। অবশ্যি এর সঙ্গে আরো নিশ্চিত করতে হবে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের। শিল্পের বিকাশের জন্য, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিশ্চিদ্র গতিশীলতার জন্য যে ধরনের পরিবেশ লাগে তা নিশ্চিত করতে হবে।

তবে প্রথম যে প্রয়োজন তাহলো শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জন করা। তুলনামূলকভাবে দুর্বল ভাবমূর্তির দেশের নাগরিক হিসেবে সর্বক্ষেত্রেই কেবল উৎকর্ষ দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিতে পারবো। শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জন করতে না পারলে জ্ঞানভিত্তিক সমাজও যেমন তৈরি করা যাবে না, তেমনি দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকেও আমরা বের হয়ে আসতে পারবো না।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। নানাবিধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষায় উৎকর্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদহীন জাপান যদি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে মহাসম্পদশালী দেশে পরিণত হতে পারে মাত্র ৫০ বছরে, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে তা হবে না কেন?

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ : অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।